[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এই মানুষগুলো চিকিৎসা চায়, কাউকে বুকের ভেতরের যন্ত্রণাটা খুলে বলতে চায়। কিন্তু আমরা তাদের থানায় নিয়ে যাই, চিকিৎসার বদলে জেরা করি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. সাউদ কবির মালিকের বয়ানে “প্রতিদিন কেউ না কেউ আসে বিষ খেয়ে। কেউ বাঁচে, কেউ না। যারা বাঁচে, তারা কখনো কিডনি হারায়, কখনো হাড়ের ভেতর থেকে ভেঙে যায়।”
এই মানুষগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় কেউ স্ট্রেচারে, কেউ হুইলচেয়ারে। তারা ফিরে যায়, কিন্তু আর ফিরতে পারে না জীবনের কাছে।

জেলা তথ্য অফিস বলছে, তারা ৩২টি সচেতনতামূলক সভা, ১৬টি নারী সমাবেশ করেছে। কিন্তু সভা হলে কি বুকের ভেতরের গর্তটা ভরে? বক্তৃতায় কি বিষ কম কাজ করে?

আমাদের সচেতনতার পর্দার পেছনে রয়ে গেছে এক নিঃশব্দ আর্তনাদ। সেই আর্তনাদ চায় একটি স্পর্শ, একটি মনোযোগ, একটি শুনে নেওয়া কান।

বাঁচার অধিকার কেড়ে নেবেন না। এই মানুষগুলো শাস্তির নয়, সহানুভূতির দাবিদার। আমরা যদি চাই, তারা যেন আর আত্মহত্যার পথে না যায়, তবে দরকার: হিংসা পরায়ন রাজনীতি, স্কুলে, কলেজে কাউন্সেলিং, উপজেলা পর্যায়ে মনোরোগ চিকিৎসক, পরিবারে বোঝাপড়ার ভাষা, ভালোবাসার চর্চা। তাহলেই হয়তো সব আত্মহত্যা যে থামানো যাবে না, তা সত্যি। কিন্তু সব আত্মহত্যা যে অপরিহার্য এটা মিথ্যা। মেহেরপুরের এই ছাপ ফেলেছে গোটা বাংলাদেশের বুকজুড়ে। এখন আমাদের দরকার চোখ মেলানো, মন মেলানো। কারণ যারা বাঁচতে চেয়েও বাঁচে না, তাদের ব্যর্থতা নয় তা আমাদের সমাজের ব্যর্থতা।

প্রতিটি বিষপান, প্রতিটি গলায় ফাঁস কোনো সংখ্যার গল্প নয়, তারা একেকটি হাহাকার। এই হাহাকার বন্ধে আমাদের সকলকে উদ্যোগি হতে হবে। তবেই হবে প্রতিটি সুন্দর সকাল।

চাঁদাবাজি নয়, ভাঙারি দোকানের ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্বেই মিটফোর্ড হত্যাকাণ্ড: পুলিশ

পুরান ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় ভাঙারি দোকানের নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিরোধের জেরেই সোহাগকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার (১২ জুলাই) দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘অপরাধীদের সঙ্গে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, মিটফোর্ড এলাকায় একটি ভাঙারি দোকানের ব্যবসায় কারা অংশ নেবে, তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব চলছিল। সেই দ্বন্দ্ব ও লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ থেকেই ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনার পর এখন পর্যন্ত র্যাবের হাতে দুজন এবং পুলিশের হাতে তিনজনসহ মোট পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

মামলা নিতে চায়নি পুলিশ এমন অভিযোগ সত্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। শুরু থেকেই আমরা ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এই মামলার তদন্ত করছি না। আমাদের কাছে অপরাধই মুখ্য। কারও রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের বিবেচ্য নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সোহাগের আগের কর্মকাণ্ডগুলোও খতিয়ে দেখছি। যদি তার পূর্ববর্তী কোনো বিষয়ে হত্যার কারণ থেকে থাকে, সেটিও আমলে নেয়া হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে জানান হয়, তদন্তের এ পর্যায়ে চাঁদাবাজির কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যতটুকু তথ্য মিলেছে, সবই পারস্পরিক ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব এবং আর্থিক লেনদেন ঘিরেই।

গত ৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের তিন নম্বর গেটসংলগ্ন রজনী ঘোষ লেনে সোহাগকে কুপিয়ে এবং মাথায় বড় পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নেটিজেনদের মাঝে।

৮ জুলাই মেহেরপুরে আসছে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতারা

বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সারাদেশে শুরু করেছে ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ৮ জুলাই, মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়ক ও একদফার ঘোষক নাহিদ ইসলাম মেহেরপুর সফর করবেন।

সফরকালে তার সঙ্গে থাকবেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় কমিটির একঝাঁক উদ্যমী তরুণ নেতৃত্ব। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশের প্রান্তিক জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও ভাবনা তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী খলিশাকুন্ডি থেকে গাংনী বাজারে পদযাত্রা ও পথসভা, বিকেল ৪টায় ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে সমাবেশ ও পশুর হাট পর্যন্ত পদযাত্রা, সন্ধ্যা ৭:৩০টায় কেদারগঞ্জ বাজারে পথসভা এবং রাত ৮টায় মুজিবনগর উপজেলা অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরের মুনজুর আলম ‘দ্য

হান্টার’ এর বিজয়গাঁথা

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের এক তরুণ আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের পতাকা উঁচু করে ধরেছেন। জীবন শুরু করেছিলেন মাঠের ধুলো, নদীর জলের মধ্যে; আজ তার গায়ে বয়ে যায় চ্যাম্পিয়নের ঘাম। তিনি মুনজুর আলম, যিনি ‘দ্য হান্টার’ নামে পরিচিত একজন মার্শাল আর্ট যোদ্ধা।

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই তিনি নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ার মিক্সড মার্শাল আর্টস (এম এম এ) অঙ্গনের একজন উদীয়মান ফাইটার হিসেবে তুলে ধরেছেন। তার লড়াইয়ের দক্ষতা, মানসিক দৃঢ়তা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা আজ অনেক তরুণের জন্য এক প্রেরণার নাম।

২০১৪ সালে ইউটিউবে কনর ম্যাকগ্রেগর, খাবিব নুরমাগোমেদভদের লড়াই দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই শুরু করেন অনুশীলন। তখন কোনো প্রশিক্ষক ছিলেন না, বন্ধুরাই ছিল সঙ্গী। খেলার মাঠ, নদীর পাড়, বাড়ির উঠান, যেখানে সুযোগ পেতেন সেখানেই চলত ছায়া অনুশীলন।

স্কুল থেকে ফিরে বসে যেতেন ইউটিউবে প্রতিটি ঘুষি, প্রতিটি কৌশল তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিত। বিকেলে বেরিয়ে পড়তেন বন্ধুদের নিয়ে প্র্যাকটিসে। তখনই বুঝেছিলেন এটাই তার ভবিষ্যৎ।

মুনজুরের পরিবার তখনও জানতো না, তাদের ছেলেটা আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে একজন লড়াকু যোদ্ধা। বন্ধুদের পেলেই শুরু করতেন ছায়াযুদ্ধ। নদীতে গোসল, মাঠে খেলা, বাড়ির উঠানে অনুশীলন সবই ছিল তার রুটিনের অংশ।

পরবর্তীতে তার এই প্যাশনকে রূপ দিতে পাশে দাঁড়ান প্রশিক্ষক রাজন হালদার লিটন। এরপর শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। প্রথম ক্লাব ছিল ‘কেজ রিউ এম এম এ’, বর্তমানে তিনি যুক্ত আছেন ঢাকার ‘হাবিব’স এম এম এ একাডেমি’ তে।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মুনজুর অংশ নিয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায়। আর জিতেছেন একের পর এক পদক ও স্বীকৃতি তার মধ্যে অন্যতম নকআউট নাইট আন্তর্জাতিক এম এম এ চ্যাম্পিয়নশিপ (২০১৮) স্বর্ণপদক, বুম আইপিএফএল ফাইট নাইট ১০ ও ১১ স্বর্ণপদক ,লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফাইট নাইট ২ স্বর্ণপদক, ওপেন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ রৌপ্যপদক,

ডাবল হর্স নকআউট ০০১ ডব্লিউ এম সি টাইটেল ফাইট বিজয়ী।

সবচেয়ে সাম্প্রতিকভাবে, ‘ডাবল হর্স নকআউট ০০১’ এ ভারতের অভিজ্ঞ যোদ্ধা আজহারউদ্দীন সুধীরকে পরাজিত করে জাজদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে শিরোপা জিতেছেন তিনি।

মুনজুর বলেন, “আমার এই পথচলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমার পরিবার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহস আর সমর্থন দিয়েছেন আমার ফুফু মোছাঃ নারগিস খাতুন। কেউ যখন বলতো ‘তুই কী করবি এসব দিয়ে’, তখন তিনি বলতেন তুই মন থেকে কর, আমরা আছি তোর পাশে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার বন্ধুদের কথাও না বললেই নয়। তারাই ছিল আমার প্রথম ফাইটিং পার্টনার। মাঠে, নদীতে, বাড়ির উঠানে, এমনকি স্কুল শেষে এক পাশে দাঁড়িয়ে আমরা প্র্যাকটিস করতাম। তারা যদি না থাকত, আমি হয়তো আজ এতদূর আসতে পারতাম না।”

মুনজুরের অনুপ্রেরণা এসেছিল কনর ম্যাকগ্রেগর, খাবিব নুরমাগোমেদভ এবং মোহাম্মদ আলীর মতো কিংবদন্তিদের কাছ থেকে। তবে এখন তার চোখ আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে।

“আমি চাই, একদিন বাংলাদেশের পতাকা আন্তর্জাতিক মঞ্চে উড়ুক। এটা সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। একজন তরুণের ইচ্ছা যদি দৃঢ় হয়, সে পাহাড়ও সরাতে পারে।” বলেন মুনজুর।

মুনজুর আলমের স্বপ্ন একটাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া। শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, মেহেরপুরের জন্য। তার চোখে ভাসে একটাই লক্ষ্য বাংলাদেশকে মার্শাল আর্ট দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা।

মেহেরপুরের একটি অজপাড়া গ্রাম গাড়াবাড়িয়া থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক রিংয়ে লড়ছেন একজন তরুণ এটাই প্রমাণ করে, স্বপ্ন কখনও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে থাকে না।

মুনজুর আলম এখন শুধুই একজন ফাইটার নন তিনি একজন যুব অনুপ্রেরণা। তার লড়াই, তার সাহস, তার অদম্য মনোবল প্রতিটি তরুণকে শেখায় “তুমিও পারো!”

প্রথম কোচ রাজন হালদার লিটনের স্মৃতিতে এখনো ভাসে সেই শুরুর দিনগুলো। তিনি বলেন, “আমি যখন মুনজুরকে প্রথম দেখি, তখনই বুঝেছিলাম এই ছেলেটা একদিন কিছু করে দেখাবে। আমি শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত তার ওপর গর্ব করি।”

বর্তমান কোচ হাবিব পারভেজ বলেন, “কোনো সন্দেহ ছাড়াই মুনজুর আলম বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফাইটার। বাংলাদেশ এখন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরা আশা করি, তাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে পাব।”

মুনজুরের মা বলেন, “আমি অনেক খুশি আমার ছেলের এমন অর্জনের জন্য। তবে কখনো ভাবিনি, আমার ছেলেটা একদিন দেশের নাম উঁচু করবে। ছোটবেলায় পড়ালেখা না করে সারাদিন শুধু ঝাঁপাঝাঁপি করত। তখন বুঝিনি, ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে এত বড় প্রতিভা। সকলে আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন, যেন আরও বড় হতে পারে।”

বন্ধু ও সহযোদ্ধা হুসাইন কবির বলেন, “সে এখন বাংলাদেশের সেরা ফাইটার, এবং আমি বিশ্বাস করি, সে-ই হবে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমাদের দেশ থেকে। সে শুধু আমার বন্ধু নয়, সে আমার অনুপ্রেরণা।”

ফুফু নারগিস আক্তার বলেন, “ছোটবেলা থেকেই মার্শাল আর্টে ভীষণ আগ্রহী ছিল মুনজুর। আমি বুঝেছিলাম, এই ছেলে একদিন অনেক দূর যাবে। আজ সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে এটা ভাবলেই চোখে পানি চলে আসে।”

দুই প্রজন্মের দুই কোচ, মা, ফুফু ও বন্ধুর মুখে উচ্চারিত একটিই নাম মুনজুর আলম। দেশের গর্ব হয়ে ওঠা এই তরুণের গল্প শুধু ক্রীড়ার নয়, এটা স্বপ্ন দেখা এবং তা অর্জনের এক অনন্য উদাহরণ।

মুয়ে থাই চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল বেল্ট জিতলেন মেহেরপুরের মনজুর আলম

বাংলাদেশের জন্য গর্বের আরেকটি মুহূর্ত এনে দিলেন মেহেরপুরের এমএমএ ফাইটার মনজুর আলম। ঢাকার চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রথম ডাবল হর্স নকআউট মুয়ে থাই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের আজহারউদ্দীনকে পরাজিত করে টাইটেল বেল্ট জিতেছেন তিনি।

ডাবল হর্স নকআউট মুয়ে থাই চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের ফাইটারদের

বাংলাদেশে আজ চালু হচ্ছে গুগল পে, থাকছে যেসব সুবিধা

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে যাচ্ছে গুগলের ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা ‘গুগল পে’। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সেবাটির উদ্বোধন করবেন।

গুগল, মাস্টারকার্ড ও ভিসার সহায়তায় সেবা চালু করছে সিটি ব্যাংক। এটি হতে যাচ্ছে গুগল পের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দেশের প্রথম ব্যাংক।

প্রথম ধাপে শুধু সিটি ব্যাংকের মাস্টারকার্ড ও ভিসা কার্ডধারীরা তাদের কার্ড গুগল ওয়ালেটে যুক্ত করে গুগল পে ব্যবহার করতে পারবেন। পরে অন্য ব্যাংকও যুক্ত হলে সে সুযোগ আরও প্রসারিত হবে।

গুগল পে ব্যবহার করে গ্রাহকেরা দেশে বা বিদেশে যে কোনো পয়েন্ট অব সেল (POS) টার্মিনালে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ট্যাপ করে নিরবচ্ছিন্ন, দ্রুত এবং নিরাপদ লেনদেন করতে পারবেন। এতে আলাদা করে কার্ড বহনের প্রয়োজন হবে না।

সেবাটি ব্যবহারের জন্য গ্রাহকের একটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন থাকতে হবে এবং গুগল পে অ্যাপ ডাউনলোড করে সিটি ব্যাংকের কার্ড যুক্ত করতে হবে। এরপর যে কোনো দোকান বা রেস্তোরাঁয় স্মার্টফোন ট্যাপ করেই অর্থ পরিশোধ সম্ভব হবে।

গুগল পে লেনদেনে কোনো ফি নেয় না এবং কার্ডের মূল তথ্যের পরিবর্তে একটি ‘টোকেন’ ব্যবহার করে গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

সুত্র: জাগো নিউজ

করোনায় ৫ জনের মৃত্যু

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে করোনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আরও ৩৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬২১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই হিসাবে শনাক্তের হার পাঁচ দশমিক ৮০ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচজনের চারজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের একজনের বয়স ১১-২০ বছর, একজনের ৪১-৫০ বছর, একজনের ৬১-৭০ বছর, একজনের ৭১-৮০ বছর ও একজনের বয়স ৯১-১০০ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজন ঢাকা, তিনজন চট্টগ্রাম ও একজন রাজশাহী বিভাগের। পাঁচজনের একজন সরকারি ও চারজন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে ২৯ হাজার ৫১৫ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে চলতি বছর মারা গেছেন ১৬ জন। এখন পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন ২০ লাখ ৫১ হাজার ৯৭৮ জন। ২০২৫ সালে শনাক্ত হয়েছেন ৪৩৩ জন।

সূত্র: যুগান্তর

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন

‘দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলা।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: এ এস এম আতিকুজ্জামান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সেলিম রেজা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলায় ৫ টি স্টল প্রদর্শণ করা হয়েছে। প্রায় অর্ধশত প্রকার দেশীয় ফল ও ফল আবাদের উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মেলায়।

আগামী ২১ জুন শেষ হবে এ মেলা। দেশীয় ফলের উৎপাদন ও ভোক্তা সচেতনতা বাড়াতে এ ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

ধর্ষণকে ধর্ষণ বলুন, নারী নিপিড়ন নয়!

বাংলাদেশে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ‘ধর্ষণ’ শব্দটির পরিবর্তে ‘নারী নির্যাতন বা নিপীড়ন’ শব্দ ব্যবহার করার অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, ” ধর্ষণ শব্দটা ব্যবহার করবেন না প্লিজ, আমাদের শুনতে খুব খারাপ লাগে। আপনারা নারী নির্যাতন বলবেন, নারী নিপীড়ন বলবেন। আমাদের যে আইনটা আছে এটা নারী ও শিশু নির্যাতন। মূল হেডিং নারী ও শিশু নির্যাতন আইন। সো, যে শব্দগুলো শুনতে খারাপ লাগে আমরা না বলি।”

ডি এম পি কমিশনারের শব্দটি ভালো না লাগতেই পারে। কোন শব্দটা তার ভালো লাগবে আর কোনটা ভালো লাগবে না সে অধিকার তার আছে।

তাই বলে কীভাবে তিনি এই অদ্ভুত ও অমূলক অনুরোধটি করলেন, তা আমার বোধগম্য নয়। আইন, আইনের ব্যাখ্যা ও শাস্তি সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা আছে নিশ্চয়ই । ধারণা থাকা স্বত্বেও তার শুনতে ভালো লাগছে না বলে তো সংজ্ঞা ও শাস্তি পাল্টে যাবে না। ধর্ষণ শব্দটা শুনতে ভালো না লাগলে, ধর্ষণ বন্ধ করুন, তা না করে ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধকে ’নারী নির্যাতন’ বলে হালকা করার চেষ্টা করছেন কেন?

নারী নির্যাতন শব্দটি নানান অর্থে ব্যবহার হতে পারে। শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যৌন হয়রানি। একজন নারীকে চড় মারা, কোনও নারীকে যদি শ্লীলতাহানি করা হয়। গায়ে হাত দেওয়াও এক ধরনের অপরাধ, যদি তাঁর সঙ্গে কোনও ধরনের লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। নারীর আয় কেড়ে নেওয়া, নারীকে বিশ্রাম ও বিনোদনের সুযোগ না দেওয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে না দেওয়া, হাত খরচ না দেওয়া, মৌখিকভাবে লাঞ্চনা করা, অপমান করা, যৌতুক দাবি করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলা সবই অপরাধ। এমনকি নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে অতিরিক্ত পোশাক পরানো বা নগ্ন করাও অন্যায়। এই সবগুলোই নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। প্রতিটি নিগ্রহের চেহারা কিন্তু আলাদা।

ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হলেও দুটো একই জিনিস নয়। ‘‘নির্যাতন একটা বড় স্পেক্ট্রাম, যার একেবারেই সুনির্দিষ্ট একটি অপরাধ হচ্ছে ধর্ষণ, আরও অন্যান্য যে অপরাধ আসলে নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। কাজেই ধর্ষণকে ‘নারী নির্যাতন’ বললে আসলে বড় দাগে এটিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে দায়সারা হয় বা হালকা কীা হয়, সেটা একেবারোই উচিত হবে না। কারণ শব্দের মারপেঁচে অপরাধ আইনের ফাঁক ফোঁকরে বেরিয়ে আসতে পারে। পাশাপাশি আইনে যে বিষয়টি রয়েছে এটা কিন্তু নারী নির্যাতন বলতে কী বুঝায় এবং ধর্ষণ বলতে কী বুঝায়, তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। কাজেই যদিও ডিএমপি কমিশনার বলেছেন- নারীর সম্মানার্থে। তার উদ্দেশ্য অবশ্য ইতিবাচক হলেও সুযোগ সন্ধানি হয়ে যাবে অপরাধীরা। আসলে এটি ব্যবহার করার কোনও সুযোগ আইনগতভাবে নাই। ধর্ষণকে ধর্ষণই বলতে হবে এবং ধর্ষণসহ অন্যান্য সব অপরাধ যেগুলো নারী নির্যাতনের আওতায় পড়ে, সেগুলোকে গুচ্ছভাবে নারী নির্যাতন বলতে হবে। সেই জায়গাটাতে স্পষ্ট করা খুব জরুরি।’’

আইনজীবীরা বলছেন, ধর্ষণ, ইভ টিজিং (উত্যক্ত করা) বা হয়রানি- এসব অভিযোগে সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে। তবে দেশের আইন শক্ত হলেও সংজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা ও ব্যবহারের কারণে ভুক্তভোগীর বিচার পাওয়া

অনেক সময় দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায় ভুল রয়েছে। প্রেমের প্রলোভন দেখানো- এটাকেও ধর্ষণের সংজ্ঞায় ঢুকিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ এফআইআরে যখন লেখা হয় বিয়ের প্রেমের নামে প্রতারণা বা শারীরিক সম্পর্ক করা হয়েছে, এর ফলে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা হলো ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধকেও খর্ব করা হয়েছে।”

দেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ নারীর শ্লীলতাহানি, যৌন পীড়নের দণ্ড হিসেবে যেমন সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড রয়েছে, তেমনি দণ্ডবিধি বা পেনাল কোডসহ অন্যান্য বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন মেয়াদী দণ্ডের পাশাপাশি অর্থদণ্ডের শাস্তিও রয়েছে।

একটু ফিরে দেখি, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন মোট ৪০১ জন নারী। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৩৪ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন সাত জন। ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছেন ১০৯ জন। এর মধ্যে একজনকে ধর্ষণচেষ্টার পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৪ সালে ২১ জন নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র – আসক এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩৯ জন নারী। এদের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১ টি এবং দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৮ জন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর ওয়েবসাইট ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গবেষণা প্রতিবেদনে নারী নির্যাতনের নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে ধর্ষণের শিকার ৫৭ জনের মধ্যে ১৬ জন শিশু, ১৭ জন কিশোরী রয়েছেন। অন্যদিকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তিন জন কিশোরী ও ১৪ জন নারী, ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন দুই জন নারী। এ ছাড়া ধর্ষণের চেষ্টা ১৯টি, যৌন হয়রানি ২৬টি, শারীরিক নির্যাতনের ৩৬টি ঘটনা ঘটেছে এই মাসে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত মার্চে চারদিনের সংবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিশু, গর্ভবতী নারী, বিশেষভাবে সক্ষম নারী, কেউই রেহাই পাননি যৌন নির্যাতন থেকে।

৬ মার্চ: মাগুরায় বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে ‘ধর্ষণের শিকার’ শিশু (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম), ৭ মার্চ: চিপস কিনে দিয়ে প্রতিবন্ধী তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ (বাংলা ট্রিবিউন) ৮ মার্চ: খাবার ও বেলুনের লোভ দেখিয়ে দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার (প্রথম আলো), ৮ মার্চ: ফরিদপুরে সাইকেলে ঘোরানোর কথা বলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, কিশোর আটক (যমুনা টেলিভিশন), ৮ মার্চ: শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, সালিসে দেড় লাখ টাকা জরিমানা, বাকি ৫৮ হাজার (আজকের পত্রিকা), ৯ মার্চ: এবার গাজীপুরে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ, ভিডিও ধারণও করলো ধর্ষক (ঢাকা ট্রিবিউন), ৯ মার্চ: সীতাকুণ্ডে সৈকতে বন্ধুকে বেঁধে রেখে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মায়ের মামলা (আজকের পত্রিকা), ৯ মার্চ: নরসিংদীতে ৩ দিন আটকে রেখে গর্ভবতী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ (যমুনা টেলিভিশন), গত দুই দিনে (বুধ ও বৃহস্পতিবার) দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে ২টি দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ১৪টি ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয়েছে।এ থেকে আমরা কী বুঝি? ধর্ষণ কোন রকমেই থামছে না। ২০ মার্চ প্রথম আলোর তথ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে তিন ঘণ্টায় চার শিশু-কিশোরীসহ পাঁচজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ষণ কী আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে মহামারী আকার ধারণ করছে না কি প্রকাশ পাচ্ছে? আমার ধারণা ধর্ষণ আগের মতই হচ্ছে। এখন মিডিয়ার বদৌলতে বা মানুষ সচেতনতার কারণে ধর্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে জনসম্মুখে।

ধর্ষনের মতো অপরাধ যারা করছে তারা সমাজে ঘুরে বেড়াবে, আর যারা নির্যাতনের শিকার তাদের কাঁদতে কাঁদতে বিচার চাইতে হবে। সমাজে এমনটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। এই পরিস্থিতিকে আমাদের পরিবর্তন করতেই হবে। যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। বিগত বছরগুলোতে যেমন বিচারহীনতার সংস্কৃতি ছিল, সেটা থেকে আমাদের বের হতেই হবে।’

আইন কানুন যা আছে তা আছে, তবে আসল কথা পুরুষদের মাইন্ড-সেট বা মানসিকতায় আনতে হবে পরিবর্তন । নারীদের যে একটা আলাদা ব্যক্তি পরিচয় আছে, সেটাকে সম্মান দিতে হবে৷ মহিলা বলেই তাঁকে অন্য চোখে দেখতে হবে, এ কেমন কথা? এখানে সরকারের চেয়ে বড় ভূমিকা পুরুষ নাগরিক সমাজের।”

ধর্ষণ প্রতিরোধে করনীয়
যে কোনো পরিস্থিতিতে নিরাপদে থাকার দায়িত্ব প্রথমত ব্যক্তির নিজের। যৌন সহিংসতা, এর নেতিবাচক প্রভাব, শাস্তি এবং করণীয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং সচেতনতা প্রাক-কৈশোর ছেলেমেয়েদের থাকা জরুরি, কারণ সচেতনতা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে। এই বয়সেই পরিবারে এবং স্কুলে ‘লিঙ্গের ভিন্নতা/যৌনতা এবং সম্পর্ক (◌ংবী ধহফ ৎবষধঃরড়হংযরঢ়) বিষয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান সময়ের দাবি। এতে সুস্থ সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সম্মান-সহানুভূতি তৈরি হয়। যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যক্তির করণীয়সমূহঃ

প্রথমত, ধর্ষণের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা। যেমন, অপরিচিত ব্যক্তি, অনিরাপদ/নিরিবিলি স্থান। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তির যৌন উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে চেষ্টা করা এবং সে অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া। আস্থাশীল বন্ধু তৈরি করা এবং দলে চলাফেরা করার চেষ্টা করা বিশেষ করে সন্ধ্যার পর। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রস্থান করা, দৌড়ানো এবং যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে আশপাশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মরিচগুঁড়ো/ঝাঁঝালো স্প্রে, প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার সঙ্গে রাখা এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করা।

যেমন, আক্রান্ত হবার আগেই চাবির গোছা, ব্যাগ বা হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে আক্রমণকারীকে আঘাত করা।
ধর্ষণ-পরবর্তী করণীয় এবং বিচার

ধর্ষণের শিকার নারীকে সহানুভূতির সঙ্গে সহযোগিতা করা একটা মানবিক দায়িত্ব। কারণ ধর্ষণ নারীর দোষে ঘটে না, বরং ধর্ষক একজন ভয়ংকর অপরাধী। এ সময় যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার চাপ সহ্য করা অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে, যা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে পারে। জীবন অনেক মূল্যবান, তাছাড়া আত্মহত্যা কখনো সমস্যার সমাধান নয়। ধর্ষণের শিকার নারীর কঠোর নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করা অতি জরুরি। তার পরিচয়মূলক তথ্য কখনোই প্রকাশ করা যাবে না। ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কিন্তু ভুক্তভোগীর জীবনে ধর্ষণের তাত্ক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক-মানসিক-সামাজিক প্রভাবের তুলনায় প্রচলিত শাস্তির ধরনে পরিবর্তন দরকার মনে করি। যতদ্রুত সম্ভব অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে সর্বচ্চো শাস্তি প্রদান করতে হবে। যাতে অপরাধের শাস্তি দেখে পরবর্তীতে অপরাধী অপরাধ থেকে দুরে থাকতে পারে।

দেশে শিশু ধর্ষণ ও বলাৎকারের পরিমাণ দিনদিন বেড়েই চলেছে। শিশুরা হলো জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার মূল হাতিয়ার। কিন্তু প্রতিদিনের খবরের কাগজে শিশু ধর্ষণের মতো ঘৃণিত অপরাধের কথা উঠে আসছে। বেশির ভাগ শিশুই ধর্ষিত হচ্ছে তাদের গৃহশিক্ষক, নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের দ্বারা। শিশু ধর্ষণ সমাধানে করণীয় হচ্ছে-প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হলো, শিশু ধর্ষণের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের সকলের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। তৃতীয়ত, এই জঘন্য অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মৃত্যুদন্ডই এই অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলবো,ধর্ষণ, ধর্ষণই, এটা একটা সিরিয়াস অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। অতএব এখানে শব্দ নিয়ে তার সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচার করার বিষয় না।দায়িত্বশীল পদে থেকে নারী নির্যাতনের আওতায় ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত না করার অনুরোধ করছি। ” ধর্ষণ নারীর সাথে সংগঠিত এমন একটা অপরাধ যেটার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, এটিকে ঢেকে বলার কিছু নেই। সাধারণ নারী নির্যাতনে শারীরিক নির্যাতন হয়, কিন্তু ধর্ষণে শুধু শারীরিক নির্যাতনই নয়, বলা হয় নারীর আত্মাকেও নির্যাতন করা হয়। অতএব, ধর্ষণ, ধর্ষণই। “

তুলা চাষের সংকট ও সম্ভাবনা

স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে এ দেশের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম খাত ছিল পাট। ক্রমান্বয়ে পাটের চাহদিা নানাবিধ কারণে কমতে থাকে। মোটামুটি ৮০’ দশক থেকে আমাদের দেশে পোষাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দেশের পুরাতন সুতাকল গুলোর উৎপাদন নুতন করে বাড়তে থাকে, সেইসাথে তুলাচাষের ব্যপক সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা হল দেশের উৎপাদিত তুলা স্থানীয় তাঁত শিল্পের চহিদাই ঠিকমত পূরণে সক্ষম ছিল না তার উপরে মানও তেমন উন্নত না হওয়ায় দেশে তুলা উৎপাদনে ব্যপক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভ’ত হয়।

১৯৭২ সনে তুলা চাষের উন্নয়নের জন্য এদেশে “ কটন বোর্ড” গঠিত হয় যা ছিল মূলত পাকিস্থান কটন বোর্ডের নতুন সংস্করণ। এই বোর্ড দেশের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমুহের মধ্যে সঠিক পদ্ধতীতে তুলা

এক্ই সাথে পুঃনজাগরিত হবে স্পিনিং মিল, সুতা ও কাপড়কল। তুলাবীজ থেকে উৎপাদিত হবে উন্নত মানের ভেজ্যতেল ও পুষ্ঠিগুন সম্পন্ন খৈল যা উন্নত পশুখাদ্যের জন্য আমরা আমদানী করে থাকি। জাতীয়সার্থেই আমাদের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে এমনটাই আশাবাদ সকলের।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিবেশবিদ